মুজিবনগরে ৬০ বোতল ফেনসিডিলসহ ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৬০ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২২ জানুয়ারি) রাত ৮ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের টাকি মাস্টারের মেহগনি বাগানের সামনে বটতলার মোড় নামক স্থান থেকে মাদক ব্যবসায়ী মোঃ জহির উদ্দিন হালসানা
(২৭) কে আটক করে ডিবি পুলিশ।

আটককৃত মোঃ জহির উদ্দিন হালসানা সোনাপুর গ্রামের ছয়রুদ্দিন হালসানার ছেলে।

এ সময় জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ইন্সপেক্টর মোঃ তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন এসআই (নি:) অরুণ কুমার দাস, এএস আই (নি:) মোহাম্মদ মাসুদ রানাসহ সঙ্গীয় ফোর্স।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মুজিবনগর থানায় মামলার রুজু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঝিনাইদহে ৬৪০পিচ ইয়াবাসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পদ্মাকর গ্রাম থেকে ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। রোববার রাতে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো-পদ্মাকর ইউনিয়নের চাপড়ী গ্রামের দয়াল চন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে দীপ্ত কুমার বিশ্বাস (৩২) ও শৈলকুপা উপজেলার দেবতলা গ্রামের ইখতিয়ার মন্ডলের ছেলে জাহিদ হাসান (৩৫)।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন জানান, পদ্মাকর গ্রামে মাদক ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সদর থানার হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আহসানুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সেখানে অভিযান চালায়। সেসময় দীপ্ত কুমার ও জাহিদ হাসান নামের দুইজনকে আটক করা হয়। সেসময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৬৪০ পিচ ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ ২৫ হাজার টাকা। এ ঘটনায় সদর থানায় মামলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সদর থানাসহ বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা আছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মেহেরপুরে দুই কেজি গাঁজাসহ আটক ১

মেহেরপুরে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২ কেজি গাঁজাসহ এক জনকে আটক করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২২ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের কারিকর পাড়া থেকে খোসবার মন্ডল (৫২) কে আটক করে পুলিশ।

জানা গেছে,মেহেরপুর টু চুয়াডাঙ্গা গামী পাঁকা রাস্তার উপর অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধারের চেকপোস্টে অভিযান পরিচালনাকালে গোল্ডেন লাইন পরিবহনের মধ্যে থাকা এক ব্যক্তি পুলিশের উপস্থিতি টের পাইয়া বাস থেকে নেমে দৌড় দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। পরে সংগীয় ফোর্সের সহায়তায় তাঁকে ধরে তল্লাশী করলে স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো অবস্থায় ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

এসময় জেলা গোয়েন্দা শাখার পরিদর্শক রত্নেশ্বর কুমার মন্ডল,এসআই নূর মোহাম্মদ মোস্তফাসহ সঙ্গীয় ফোর্স উপস্থিত ছিলো।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গ্রেফতারকৃত আমিনুল হক ওরফে আকাশ দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের বাসিন্দা ও ইসরাফিল হোসেনের ছেলে।

এ ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতারকৃত ও পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করেছে।

মহেশপুর সীমান্তে স্বর্ণের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দু’জনকে গুলি করে হত্যা,আহত ১

স্বর্ণ চোরাচালানীর টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের জের ধরে শামীম মন্ডল (৩৫) ও মন্টু মন্ডল (৪৭) নামের দু’জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এসময় নিহত শামীমের বাবাও সামছুল মন্ডল (৬৫) গুলিতে আহত হয়। তাকে আহত অবস্থায় মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ নিহতদের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়েছে।

এ ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার বিকাল ৪টার দিকে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার নেপা ইউনিয়নের সীমান্ত বর্তী বাঘাডাঙ্গা গ্রামে। তবে ঘাতক তরিকুল ইসলাম ওরফে আকালেকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

এলাকাবাসী জানান, বাঘাডাঙ্গা সীমান্ত এলাকা দিয়ে র্দীঘ দিন ধরে শামীম,মন্টু,তরিকুলসহ ৫/৬ জন স্বর্ণের চারাচালান ব্যবসা করে আসছিলো। আর স্বর্ণ চোরাচালানীর টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরে তাদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো।

নিহত শামীমের চাচাতো ভাই কামরুজ্জামান জানান, তাদের মধ্যে টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের কারনে আজ বুধবার বিকালে ঘাতক বাঘাডাঙ্গা গ্রামের পনিআটি পাড়ার টেনা মন্ডলের ছেলের তরিকুল ওরফে আকালের কাছে পাওনা টাকা চাইতে যায় বাঘাডাঙ্গা গ্রামের সামসুল মন্ডলের ছেলে শামীম ও একই গ্রামের মন্টু। তখন তরিকুল, শামীম ও মন্টু মধ্যে টাকা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। এর এক পর্যায়ে তরিকুল ওরফে

আকালের হাতে থাকা পিস্তল দিয়ে শামীম ও মন্টুকে গুলি করে পালিয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে মহেশপুর থানা পুলিশ ঘটনা স্থল থেকে ২টি গুলির খোশা ও তীরধনুক উদ্ধার করেছে।

নেপা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সামছুল আলম মৃধা জানান, তাদের মধ্যে চোরাচালানের টাকা পয়সা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের কারনেই এই হত্যা কান্ডের ঘটনা ঘটেছে।

মহেশপুর থানার অফিসার ইনর্চাজ (ওসি) মাহাবুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, নিহতদের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার নিহতদের লাশ ঝিনাইদহ মর্গে প্রেরণ করা হবে। তিনি আরো জানান, আসামী ধরতে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চলছে।

দামুড়হুদায় ইয়াবাসহ এক যুবক গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে ৩০২ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ বায়েজিদ আহম্মেদকে (৩২)গ্রেফতার করেছে।সে দামুড়হুদা উপজেলার কলাবাড়ি রামনগর গ্রামের মৃত্য আবুল কালামের ছেলে।

জানাযায় বুধবার (১৭জানয়ারি) সকাল ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান এর নেতৃত্বে অভিযান চালায় কলাবাড়ী রামনগর সেন্টার মোড়পাড়া গ্রামের আসামির নিজ বসতঘরে।এ সময় জেলার মাদকদ্রব্য বিভাগীয় জেলার সমন্বয়ে বাড়ি তল্লাশী করে ৩০২ পিচ ইয়াবাসহ তাকে গ্রেফতার করে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন মামলার বাদী হয়ে উক্ত আসামির বিরুদ্ধে দামুড়হুদা থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করে।আজ তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

[redacted]

[redacted]

জারি হওয়ায় র্যাবের গোয়েন্দা দল আসামিকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। মঙ্গলবার (১৬ জানুয়ারি) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দীর্ঘ ৯ বছর পর ঢাকার সাভার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে মাদকসহ আটক-৪

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহ দর্শনার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেছে। এ অভিযানে মাদক উদ্ধার করা সহ পৃথক স্থান হতে আটক করা হয় ৪ জন মাদক ব্যবসায়ীকে।

আটককৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদন্ড ও অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে। তারা চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার জালশুকা মসজিদপাড়ার লালন, দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মিজানুর রহমান, হাফিজুর রহমান ও মোবারক পাড়ার জাহিদুল ইসলাম। তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান শেষে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানাযায়, আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাদাত হোসেনের নেতৃত্বে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন আক্তার, পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান ও উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন সহ সঙ্গীয় সদস্য মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন চুযাডাঙ্গা সদর উপজেলার জালশুকা গ্রামে।

এসময় গ্রামের মসজিদ পাড়ার আবুল কালাম আবুর ছেলে লালনের নিজ দখলীয় বসতঘর মধ্যে হইতে ৫শত গ্রাম গাঁজা সহ লালন মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

একই অভিযানিকদল দুপুর ১টার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভাধীন দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামে। এসময় গ্রামের পাকা রাস্তার পূর্ব পাশে বিপ্লবের কলা বাগানের মধ্যে হইতে ৫০ লিটার তাঁড়ি সহ গ্রেফতার করা হয় মিজানুর রহমান
(৪২) নামের এক তাঁড়ি ব্যবসায়ীকে। গ্রেফতারকৃত মিজানুর রহমান দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের কেওড়া পাড়ার কালাচান মন্ডলের ছেলে। গ্রেফতারকৃতকে ভ্রাম্যমান আদালত ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। দুপুর ১টার দিকে একইদল অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভাধীন মোবারক পাড়ায়।

এসময় মোবারক পাড়া পাকা রাস্তার পশ্চিমপাশে হাসনা মিয়ার প্রোল্ট্রি ফার্মের সামনে হতে ২ লিটার তাঁড়িসহ গ্রেফতার করা হয় মোবারক পাড়ার মৃত. ছিরু মিয়ার ছেলে জাহিদুল ইসলামকে (৪১)।

গ্রেফতারকৃতকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

একইস্থান থেকে দুপুর ২ টার দিকে ২ লিটার তাঁড়ি সহ গ্রেফতার করা হয় দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত. তহির উদ্দিনের ছেলে হাফিজুর রহমানকে (৬০)। তাকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

এ কারাদন্ড ও জরিমানার রায়প্রদান করেন অভিযান নেতৃত্বে থাকা চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাদাত হোসেন।